জ্যামে পড়লে কি করেন

লিখেছেন **নোমান মোহাম্মদ**

বহু বছর ধরেই পাশাপাশি দু'বাড়িতে বসবাস করেন শহীদুল ইসলাম ও হায়দার আলী। তারা প্রতিবেশী। থাকেন রাজধানীর মগবাজারে। বিয়ে করেছেন দু'জনেই। সন্তানও রয়েছে। দু'জনের ভেতর একজন শিক্ষক, অন্যজন ব্যবসায়ী।

এক চায়ের আড্ডায় প্রতিবেশী দুই পরিবারের সবাই জড়ো হয়েছে। আড্ডা চলছে পুরোদমে। হঠাৎ করে শহীদুল ইসলাম জিজ্ঞেস করলেন হায়দার আলীকে, 'আচ্ছা ভাই, বলুন তো ঢাকা শহরে কতো ঘণ্টায় ১ দিন হয়?' হায়দার সাহেব বুঝতে পারলেন না তার সঙ্গে রসিকতা করা হচ্ছে কিনা। থতমত খেলেন তিনি। সেই সঙ্গে আড্ডায় উপস্থিত পরিবারের অন্য সদস্যরাও। নিজেকে সামলে নিয়ে তিনি উত্তর দিলেন, 'কেন, ২৪ ঘণ্টায়।'

- হলো না।

: হলো না মানে?

- হলো না মানে হলো না। উত্তরটা সঠিক হয়নি। আমি পুরো বিশ্বের কথা বলিনি। ঢাকার কথা জিজ্ঞেস করেছি।

: ঢাকার জন্য দিনের হিসাব আলাদা বলে তো জানা ছিলো না। আচ্ছা আপনি বলুন ঢাকায় কতো ঘণ্টায় ১ দিন।

- ম্যাক্সিমাম ২০ ঘণ্টায়।

: বাকি অন্তত ৪ ঘণ্টা?

- ট্রাফিক জ্যাম। এই জ্যামের কারণে প্রতিদিন কমপক্ষে ৪ ঘণ্টা সময় কিল্ হয়। সে কারণেই আপনার-আমার দিন খুব বেশি হলে ২০ ঘণ্টার।

শহীদুল ইসলামের কথা একেবারে ফেলে দেবার মতো নয়। ঢাকা এখন আক্ষরিক অর্থেই ট্রাফিক জ্যামের শহরে পরিণত হয়েছে। সকাল-দুপুর-বিকাল-সন্ধ্যা-রাত কখনোই জ্যাম থেকে মুক্তি নেই। রিকশা, বাস কিংবা প্রাইভেট কার যে বাহনেই চড়েন না কেন, চিপা গলি, হাইওয়ে কিংবা ভিআইপি রোড যেখানে দিয়েই যান না কেন, জ্যামে আপনাকে পড়তেই হবে। এটা অবশ্যম্ভাবী। এ থেকে যেন কারো মুক্তি নেই।

আমাদের এবারের জরিপের বিষয় ট্রাফিক জ্যাম। ঢাকা শহরে নিয়মিত চলাচলকারী বিভিন্ন পেশার ৬১৯ জন ব্যক্তির ওপর এই জরিপ চালানো হয়। এদের প্রত্যেকেই দিনের একটি বিরাট অংশ ঢাকার বিভিন্ন রাস্তায় যাতায়াত করেন। তাদের কাছে প্রশ্ন ছিলো ২টি।

১. কেন জ্যাম লাগে বলে আপনি মনে করেন?

২. জ্যামে পড়লে কি করেন?

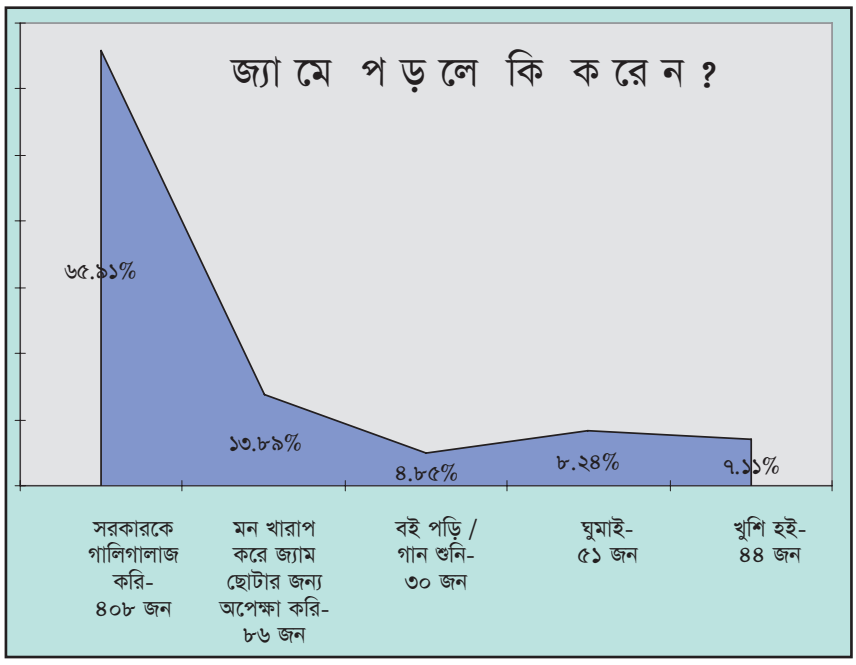

উল্লেখ্য যে, জরিপে অংশগ্রহণকারী ৬১৯ জনের ভেতর ছাত্র-শিক্ষক রয়েছেন, রয়েছেন চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী, বেকার, ড্রাইভার, ট্রাফিক পুলিশ। এদের প্রত্যেকের মতামতের ভিত্তিতে এবারের জরিপ পরিচালনা করা হয়েছে।

কেন জ্যাম লাগে এ প্রশ্নের উত্তরে ২৭৯ জন বলেছেন অকারণে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ির কথা। অর্থাৎ ৪৫.০৭%-এর মতামত এ রকম। রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি এখন ঢাকার নিয়মিত দৃশ্য। প্রতিনিয়ত ঢাকার প্রায় প্রতিটি সড়কেই শাবলের কোপ পড়ছে। 'নদীর একূল-ওকূল থিওরি'তে রাস্তা প্রতিনিয়ত ভাঙছে-গড়ছে। রোড ডিভাইডারগুলো কখনো এক ফুট বামে আসছে। আবার কখনো কখনো দু'ফুট বামে সরছে। অসহায় জনগণ এসব শুধু দেখেই যেতে পারে। 'মিরপুর রোডের কথা ধরেন। কতোবার যে ডিভাইডারগুলো ভাঙলো, তার ঠিক নেই। এতে জ্যাম তো কমেনি, বরং বেড়ে গেছে,'- একজন নগরবাসীর মন্তব্য।

শুধু রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি নয় অপ্রশস্ত রাস্তা জ্যামের অন্যতম কারণ ১১.৯৫% এ মতানুসারী। অপরিকল্পিত নগরায়নের জন্য ঢাকার রাস্তাগুলো বড় হতে পারেনি। এছাড়া প্রয়োজনের তুলনায় রাস্তা অনেক কম। এবং অপ্রশস্তও বটে। এর ওপর রয়েছে বাড়তি যানবাহনের চাপ। আজ থেকে ৩০ বছর আগে ঢাকায় যে পরিমাণ রাস্তা ছিলো, এখনো সেটা খুব একটা বাড়েনি। অথচ পাল্লা দিয়ে বেড়েছে যানবাহন। অপ্রশস্ত রাস্তায় অতিরিক্ত যানবাহনের চাপে জ্যাম লেগে যায়। ৭৪ জন এ রকম কথাই বললেন।

নিয়ম ভাঙাই আমাদের নিয়ম- আরো অনেক ক্ষেত্রের মতো রাস্তা চলাচলেও আমরা এ নীতির অনুসারী। ট্রাফিক নিয়ম ঠিকমতো মেনে না চলার কারণে জ্যামের সৃষ্টি হয় বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন ১৫.৯৯%। বিশেষত ট্রাফিক পুলিশরা এ কথা বারবার বলেছেন। 'সিগন্যাল দিয়ে ট্রাফিক কন্ট্রোলিংয়ের পর্যায় আমরা পার হয়ে এসেছি। সে কারণে দেখা যায় মহাখালী, ফার্মগেট, সায়েন্স ল্যাব-এর মতো জায়গায়, যেখানে জ্যাম বেশি হয়, ট্রাফিকদের হাত দেখিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কিন্তু প্রায় কেউই এ নিয়ম মেনে চলতে চান না। গাড়িতে থাকলে ওভারটেক করতে চান। সিগন্যাল ছাড়াই ঝুঁকিপূর্ণভাবে রাস্তা পার হন। ঠিকমতো ট্রাফিক নিয়ম মেনে চললে ঢাকার জ্যাম হয়তো একেবারে দূর করা যাবে না। তবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে তো বটেই।' -একজন ট্রাফিক পুলিশের উপলব্ধি।

এই প্রশ্নে সবচেয়ে মজার (এবং অনেক

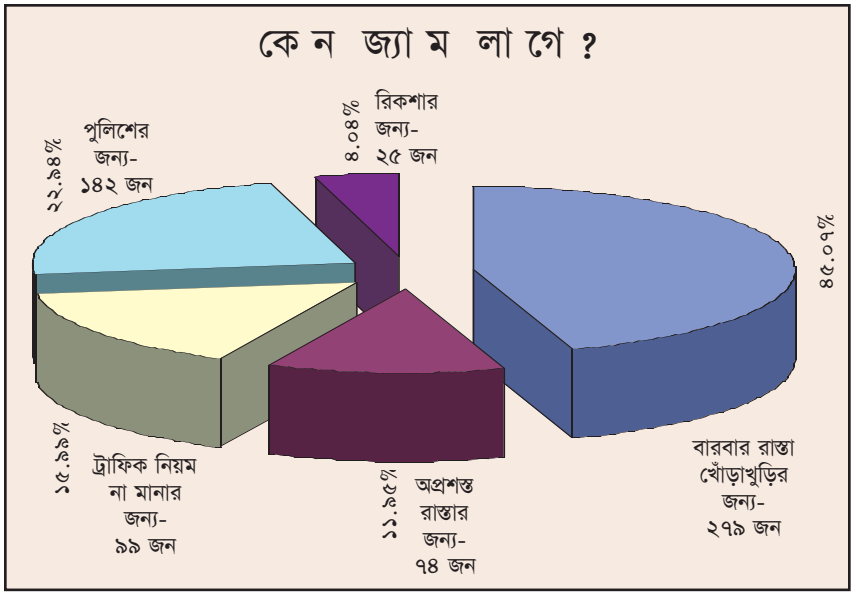

সময় রূঢ় বাস্তবও বটে) উত্তর দিয়েছেন ২৬.৯৮%। এদের ভেতরে ২২.৯৪% বলেছেন জ্যামের জন্য পুলিশ দায়ী। আর বাকি ৪.০৪% -এর মতে রিকশাই যানজটের মূল কারণ।

'ওই হালারা তো জাম কিলিয়ার করে না। ধান্দায় থাকে কহন আমগোরে ধইড়া ২-১ শ' টাকা লইতে পারবো'- বাস ড্রাইভার হারুনের কথায় ট্রাফিক পুলিশ ও সার্জেন্টদের প্রতি তাদের ক্ষোভ ঝরে পড়ে। কোনো রকম কারণ ছাড়াই যখন তখন যে কোনো রুটের বাস থামিয়ে টাকা আদায় করা (ঘুষ খাওয়া) যেন সার্জেন্ট, ট্রাফিকদের রুটিন ওয়ার্ক। সত্যিকার অর্থেই জ্যাম কমানোর দিকে তাদের মনোযোগ কম। 'জ্যাম নিয়ন্ত্রণের জন্য যখন রাস্তায় আর্মি, বিডিআর নামানো হলে জ্যাম কমে যায়। পুলিশের ব্যর্থতার চিত্র এখানেই ফুটে ওঠে।' -ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী সাবরিনার মতামত।

: তাহলে কি জ্যাম কমানোর জন্য আপনি রাস্তায় আর্মি, বিডিআর রাখার পক্ষপাতী?

- না, আমি সেটা বলছি না। এটা সাময়িক সমাধান। স্থায়ীভাবে তো আর্মিদের রাস্তায় রাখা যায় না। আমি বলতে চাচ্ছি, তারা যদি পারে, তাহলে পুলিশ কেন পারবে না? নিশ্চয়ই তাদের নিজস্ব ভুল-ত্রুটি আছে। সেটাই খুঁজে বের করা দরকার।

ঢাকার সড়কগুলোর সিংহভাগ জুড়ে রয়েছে রিকশা। ভিআইপি রোডগুলো রিকশার আওতামুক্ত। সে কারণে সেখানে জ্যামও কিছুটা কম। অন্যান্য সড়কে জ্যামের প্রধান নিয়ামক রিকশা ২৫ জন এমন কথাই বলেছেন। 'দেখুন, আমি নিজেও রিকশায় চড়ে যাতায়াত করি। তবুও বলছি, জ্যাম সৃষ্টি করে রিকশাগুলোই। ঢাকা শহর থেকে রিকশা তুলে দিলে জ্যাম অনেক কমে যাবে। মিরপুর রোডের দিকে তাকান। ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন'। শফিক সাহেবের ব্যাখ্যা এরকম। আগে মিরপুর রোডে রিকশা চলাচল করতো। তখন জ্যাম লেগেই থাকতো। এখন রোডের একাংশে রিকশা চলাচল নিষিদ্ধ করা হয়েছে। জ্যামও কমেছে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে।

জ্যাম তো লাগলো। লেগেই গেল। দৈনন্দিন জীবনের এই ট্রাফিক জ্যাম লেগেই থাকে। তো, জ্যামে পড়লে আমরা কি করি? নানা উত্তর এসেছে। মোটা দাগে আমরা এই প্রশ্নের উত্তরগুলো কয়েকভাগে ভাগ করতে পারি। ১. সরকারকে গালি গালাজ করি। ২. মন খারাপ করে জ্যাম ছোটার অপেক্ষা করি। ৩. গান শুনি/ বই পড়ি ৪. ঘুমাই ৫. আনন্দিত হই।

সবচেয়ে বড় অংশ ৬৫.৯১% জ্যামে পড়লে যে কাজটা করেন, সেটা হচ্ছে সরকারকে গালিগালাজ করা। 'সরকারের কাছে আমাদের প্রত্যাশা তো খুব বেশি না। দাবি খুব কম। এর একটি হচ্ছে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম কমানো। এই কাজটা করতে না পারলে কিসের সরকার?'- চাকরিজীবী সোবাহান সাহেবের কথায় ৪০৮ জনের প্রতিধ্বনি। তারা বিশ্বাস করে সরকার যদি আন্তরিক হয় আর তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা করে তাহলে ঢাকার জ্যাম সরকারের পক্ষে নামিয়ে আনা সম্ভব। 'তারা তো আর বোঝে না জ্যাম কি জিনিস। তাদের কোন জায়গায় যেতে হলে সবাইকে জ্যামে বসিয়ে রাস্তা ব্লক করে সাইরেন বাজাতে বাজাতে চলে যান। ভুক্তভোগী আমরা, জনগণ। গালিগালাজ করা

ছাড়া আমাদের আর কিছুই করার নেই।' সে কারণেই তারা গালিগালাজ করে। ৬১৯ জনের ৬৫.৯১% তাদের গালি দেয়। ঢাকার মোট জনসংখ্যা ১ কোটির ওপরে। ধার যাক, রাস্তায় নিয়মিত চলাচলকারী নগরবাসী অন্তত ১ কোটি। এর ৬৫.৯১% হচ্ছে প্রায় ৬৫ লাখের ওপরে। প্রতিদিন রাস্তায় ট্রাফিক জ্যামের শিকার হয়ে ৬৫ লাখ মানুষ সরকারকে গালিগালাজ করছে। তবে এতে তাদের কিছু হয় বলে মনে হয় না। হাঁসের মতো গা ঝাড়া দিয়ে সব গালি ঝেড়ে ফেলে।

আর একদল আছে যাদের অনুভূতি ভোঁতা হয়ে গেছে। এরা নিয়তিবাদী। ভাগ্যকে মেনে নিয়েছে। জ্যামের মধ্যে তারা নির্বিকারভাবে বসে থেকে জ্যাম ছোটার অপেক্ষা করেন। 'কিচ্ছু করার নেই। কি করবো? সরকারকে গালি দেব? কি লাভ? আমাদের কথা কি সরকার পর্যন্ত পৌঁছে? তাই জ্যামে পড়লে কিছুই করি না। অপেক্ষা করা ছাড়া। জ্যাম ছোটার অপেক্ষা।' হতাশ কণ্ঠ শোনায় মাকসুদুল আজিমের। শুধু ট্রাফিক জ্যাম নয়, পুরো দেশকে নিয়েই তিনি হতাশ। 'সামর্থ্য নেই, থাকলে পরিবারকে নিয়ে বিদেশে সেটল্ হতাম।' এ বাক্যেই তার হতাশা পরিষ্কার ফুটে ওঠে।

আর একদল আছেন যারা জ্যামের রাস্তাটুকু হেঁটে পার হন। এরপর অন্য কোনো যানবাহনে চড়ে গন্তব্যস্থলে রওয়ানা দেন। সময় বাঁচানোর জন্য তারা এ কাজ করেন। যদিও এতে প্রচুর কষ্ট স্বীকার করতে হয়।

জহির উদ্দিন একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি করেন। তার অফিস মতিঝিলে। যৌথ পরিবারে বসবাস করেন তিনি। স্ত্রী-সন্তানের নিয়ে বাবা-মা'র সঙ্গেই থাকেন মিরপুর। প্রতিদিন সকালে তাকে অফিসে ছুটতে হয়। প্রতিদিন যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়। 'মিরপুর থেকে মতিঝিল। অনেকটা পথ। যাতায়াত করি বাসে। লোকাল বাস। সিটিং সার্ভিসে উঠলে গাঁট মেরে বসেই থাকতে হয়। জ্যামের মধ্যে ২-১ ঘণ্টা। সে কারণেই ডাইরেক্ট বাসে উঠি না। উঠি লোকাল বাসে। যতবার জ্যাম পড়ে বাস বদলাই। অফিস যেতে যেতে ৩-৪ বার। বিরক্তিকর। কিন্তু কিছু করার নেই।'

যারা রিকশা কিংবা বাসে থাকেন, তারা সেটা পরিবর্তন করেন। কিন্তু যারা প্রাইভেট কারে থাকেন? 'বসে থাকি। গান শুনি। বই পড়ি। আর অপেক্ষা করি জ্যাম ছোটার।' - এরকম বলেছেন ৪.৮৫%। যারা নিজস্ব প্রাইভেট কারে চলাচল করেন, তারা এই দলে।

জ্যামে পড়লে অনেকে ঘুমিয়ে যান। ৮.২৪% এই দলে। ছোটন বেকার যুবক। সারাদিন চাকরি খোঁজা ছাড়া তার কোনো কাজ নেই। কোথাও যাবার তাড়া নেই, কোনো কাজ করার তাগাদা নেই। 'সে কারণে বাসে উঠলেই ঘুমিয়ে পড়ি। কন্ডাক্টরকে বলে দিই, জ্যাম ছুটে জায়গা মতো পৌঁছলে সে ডেকে দেয়।' ছোটনের মতো এ দলের ৫১ জন্যই বেকার নয়। তবুও তারা জ্যামে পড়লে ঘুমান। কর্মব্যস্ত দিন শেষে বাড়ি ফেরার সময় যখন জ্যামে পড়েন, ক্লান্ত-শ্রান্ত লোকগুলো তখন ঘুমিয়ে যান। 'অবশ্য এটাকে ঘুম বলা যাবে কিনা জানি না। সব সময় খেয়াল রাখতে হয় পকেটমারের খপ্পরে পড়লাম কিনা।' - সুমিতের মন্তব্য।

জ্যামে পড়লে কি করেন? এ প্রশ্নের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক ও মজার উত্তর দিয়েছেন ৪৪ জন। শতকরা হিসেবে তারা ৭.১১ ভাগ। এরা জ্যামে পড়লে খুবই আনন্দিত হন! চমকে যাবার মতো কথা বটে। রহস্যটা কি? আনন্দিত হওয়া এই মানুষগুলো কোন শ্রেণীর?

মূলত প্রেমিক/প্রেমিকা এবং সরকার বিরোধী দলের সমর্থকরা এই মতানুসারী। প্রেমিক/প্রেমিকা জ্যামের সময় পরস্পরের সান্নিধ্য আরো বেশি সময় থাকতে পারেন। সে কারণেই তারা খুশি। 'শুনুন, প্রত্যেকটা জিনিসেরই ভালো-মন্দ দু'টি দিক রয়েছে। জ্যামের কারণে সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা জ্যামে বসে থাকে। বিরক্ত হয়। আমিও হই যখন সঙ্গে নীতু থাকে না। নীতু থাকলে জ্যামটাকে উপভোগ করি। আরো বেশি সময় এক সঙ্গে থাকার সুযোগ করে দেয় জ্যাম। সরকারের কাছে সেজন্য আমরা কৃতজ্ঞ'। শফির মতো কৃতজ্ঞ বীনাও। সে নতুন প্রেম করা শুরু করেছে। কলেজ শেষে বাড়ি ফেরার সময়টুকুই সে কেবল প্রেমিকের সঙ্গে থাকে। জ্যাম থাকলে বেশি সময় কাছে থাকতে পারে। এতেই সে খুশি। এই দল জ্যামে পড়লে গুণ গুণ করে গেয়ে ওঠে, 'এই পথ যদি না শেষ হয়... তবে কেমন হতো তুমি বলো তো?' পথ এক সময় ঠিকই শেষ হয়। তবে সেটা দীর্ঘায়িত হয় জ্যামের কারণে।

সরকার বিরোধী সমর্থকরাও খুব খুশি। জ্যাম যতো বাড়বে, পরবর্তী নির্বাচনে সরকারের ভোট ততো কমবে। আগামীবার সরকার পরিবর্তন হবে। আওয়ামী লীগ কর্মী সুবেদ যেমন বলেছেন, 'এ আশাতেই সাময়িক কষ্ট মেনে নিচ্ছি। শুধু তাই নয়, জ্যামে বসে আনন্দিত হই অনাগত ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে। যখন আমাদের দল ক্ষমতায় আসবে।' কিন্তু আপনাদের দল সরকারে আসলে কি শহরে জ্যাম থাকবে না? সেই নিশ্চয়তা কি আছে? সুবেদ নিরুত্তর। সে কোনো নিশ্চয়তা দিতে পারেনি। অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আশঙ্কায় জনগণ শুধু অপেক্ষাই করতে পারে।